

# চিন্তাধারা সিরিজ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর ভ্ৰকুম আরোপ করা

২৫

শায়খ খালিদ আল-বাতারফি হাফিযাহুদ্বাহ



AL HIKMAH MEDIA



Al-Malahem Media

চিন্তাধারা সিরিজ- ২৫

# ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর হুকুম আরোপ করা

শায়খ খালিদ আল-বাতারফি হাফিয়াহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



**AL HIKMAH MEDIA**

এখানে আরেকটি বিষয় আছে, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর হুকুম আরোপের সাথে সম্পর্কিত। যখন তাদের থেকে এমন কোন কথা বের হয়, যা দু’টি দিকের সম্ভাবনা রাখে, একটি ভালো দিক, অপরটি মন্দ দিক, তখন হুকুম হবে এই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থা অনুযায়ী। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ উম্মাহকে এর অনুসরণ করতেই উৎসাহিত করেছেন। যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا

“তোমার মুসলিম ভাই থেকে কোন একটি কথা বের হলে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার ভালো প্রয়োগক্ষেত্র পাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মন্দ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে না”।

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাতুল্লাহ বলেন:

كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتيك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا

তিনি আমার কয়েকজন সাথীর নিকট পত্র প্রেরণ করলেন, যারা আল্লাহর রাসুলের সাহাবী ছিলেন। পত্রে লিখলেন: “আপনার মুসলিম ভাইয়ের যেকোন বিষয়কে সর্বোত্তম অর্থে প্রয়োগ করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট এর চেয়ে শক্তিশালী কোন আলামত না আসে। কোন মুসলিমের মুখ থেকে বের হওয়া কথার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার ভালো প্রয়োগক্ষেত্র পান”। - আল-ইসতিযকার লিইবনি আদিল বার- ৮/২৯১

সালাফগণ বিরোধীদের উপর হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে এ নীতির উপরই ছিলেন। যার ভালোগুলো তার মন্দগুলোর উপর বিজয়ী এবং তার অবস্থা অনুসন্ধান করে তার ব্যাপারে সততা, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার ইচ্ছাই জানা যায়, তার ব্যাপারে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাতুল্লাহ একদল আশআরী তার্কিক ও বক্তাদের কথা আলোচনা করার পর সাংঘর্ষিকতা দূর করতে গিয়ে বলেন:

“অপরদিকে এ সকল লোকদের প্রত্যেকেরই ইসলামের মধ্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা এবং পুণ্যকর্ম আছে। অনেক নাস্তিক ও বিদআতিদের খণ্ডনে এবং আহলুস সুন্নাহকে

বিজয়ী করণে এমন অবদান আছে, যা এমন কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়, যারা তাদের অবস্থা জানেন এবং তাদের ব্যাপারে ইলম, সততা, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কথা বলেন।

কিন্তু যখন সর্বপ্রথম মু'তাযিলাদের ব্যাপারে গৃহীত এই মূলনীতিটি তাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেল, অথচ তারা ছিলেন জ্ঞানী-গুণী, তখন তারা এটা (এই মূলনীতি) প্রত্যাখ্যান করার এবং তার অবশ্য ফলাফলগুলো মেনে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন। আর এর কারণে তারা এমন কথামালা বলতে বাধ্য হলেন, যা আহলে ইলমগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। একারণে মানুষের মধ্যে একদল তাদেরকে সম্মান করতে লাগল, যেহেতু তাদের অনেক গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আরেকদল তাদের নিন্দাবাদ করতে লাগল, যেহেতু তাদের কথাবার্তার মধ্যে অনেক বিদআত ও ভ্রান্ত বিষয়াবলী চলে এসেছে। বস্তুত সব বিষয়ে উত্তম হল মধ্যমপন্থা। এটা শুধু এদের (আশআরী) ক্ষেত্রেই নয় বরং একদল দ্বীনদার আহলে ইলমের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তার সকল মুমিন বান্দাদের পূণ্যকর্মগুলোই গ্রহণ করুন এবং তাদের মন্দগুলো ক্ষমা করে দিন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং আমাদের সে সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি পরম মহানুভব ও দয়ালু।”

যারা এ ধরণের ভুলের মধ্যে পতিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতিও পুণ্যবান পূর্বসূরিদের নীতির মতই। তারা সত্য জেনেছেন, তার সাথে লেগে থেকেছেন এবং তার উপর অটল থেকেছেন আর বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন, তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং তাদের প্রতি দয়া ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাল্লাহু আলা-ফাতওয়ার মধ্যে বলেছেন:

“আহলুস সুন্নাহর অনুসারী ঈমানদার আলমগণ সত্য জানেন, সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করেন। তারা বিদআত করেন না। যে ইজতিহাদ করে কোন ভুল করে ফেলে, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওয়র গ্রহণ করেন। আর বিদআতীরা খারিজীদের মত, তারা বিদআত আবিষ্কার করে, তাদের বিরোধীদের তাকফীর করে এবং তাদের রক্ত হালাল করে

দেয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই অন্যদের বিদআতকে খন্ডন করে। অথচ সে নিজেও বিদআতিই। ফলে বিদআতের মাধ্যমে বিদআতকে এবং বাতিলের মাধ্যমে বাতিলকে খণ্ডন করা হয়”। (ফলে এরকম খণ্ডনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ হক প্রকাশিত হয় না।)